দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ 13 NOV 1990

এইচ এস সি'তে পাসের হার

এবারকার এইচ এস সি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর বুঝা গেল আমাদের শিক্ষার মান কতদূর পর্যন্ত গড়াইয়াছে। পাসের হার ৩১ দশমিক ৬৭ শতাংশ হইয়াছে বলিয়াই যে আমরা হাহাকার করিতেছি তাহা নহে। এই হার বাড়িয়া যদি ৬৭ দশমিক ৩১ শতাংশও হইত তাহা হইলেও উৎফুল্ল হইবার কোন কারণ ঘটিত না। কারণ বেশী বেশী পাস করাইয়া দিলে সার্টিফিকেটের সংখ্যা বাড়িতে পারে বটে; কিন্তু শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়ে না। কাজেই আমরা এই পাসের হারকে দেখিব আমাদের পঠন-পাঠন পরিস্থিতির সূচক হিসাবে। ইহার দৈন্যদশা অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই তাই আমাদের উদ্বিগ্ন করিবে। প্রত্যেকবারই যখন এস এস সি পরীক্ষা কিংবা এইচ এস সি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়, তখন সব পত্রিকার মতই আমরাও সম্পাদকীয় বা উপ-সম্পাদকীয় লিখিয়া এই ফল পর্যালোচনা করার চেষ্টা করি। ইহার কারণ একটাই। স্কুল কিংবা কলেজে যে ধরনের লেখাপড়া হয় কিংবা যেসব ছাত্র-ছাত্রী স্কুল-কলেজের পাঠ সম্পন্ন করিয়া পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়, তাহাদের মেধা এবং চেতনা কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিল? আসলে এই পর্যালোচনা শুধু ছাত্র-ছাত্রীদেরই নহে, ছাত্র-ছাত্রীরা যেসব বিদ্যাপীঠে শিক্ষার্জন করে, সেইসব বিদ্যাপীঠেরও বটে। এই পরীক্ষায় সেই বিদ্যাপীঠেরও পরীক্ষা এবং শিক্ষকদেরও পরীক্ষা। ইদানীং দেখা যাইতেছে এইসব পরীক্ষা মুষ্টিমেয় কয়েকটি স্কুল-কলেজই ভাল করিতেছে। বাকীগুলির অবস্থা শোচনীয়। আর এই ভাল করার ভারটি যতখানি না বিদ্যাপীঠের উপর নির্ভর করে তদপেক্ষা অনেক বেশী নির্ভর করে পরীক্ষার্থীদের উপর। রোল নম্বরের সঙ্গে তারকাচিহ্নযুক্ত করাইবার জন্য তাহাদের শরণাপন্ন হইতে হয় গৃহশিক্ষকদের উপর। উত্তম ফললাভ গৃহশিক্ষকদের রোজগার বাড়ায়—শিক্ষার্থীর তারকাচিহ্ন অর্জনে তাঁহাদের খ্যাতি বাড়ে। এক্ষেত্রে বিদ্যাপীঠের ভূমিকা থাকে কতখানি? ভূমিকা যে একদম থাকে না তাহা নহে। ভর্তির সময় ছাঁকিয়া ছাঁকিয়া ভাল নম্বর পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি করার মাধ্যমে বিদ্যাপীঠের জলুস বাড়ানো হয়। পরে ঐসব ছাত্র-ছাত্রী নিজেদের গরজেই প্রাইভেট টিউটরের দ্বারস্থ হয়। ইহারই অনিবার্য পরিণতি হইল নির্ধারিত কয়েকটি নামী-দামী স্কুল-কলেজের উদ্ভব এবং এক-চেটিয়া শ্রীবৃদ্ধি। ইহার ফলে এবার কি দেখা গেল? কোন কোন কলেজ আছে যেখান হইতে এইবার এইচ এস সি পরীক্ষায় একজনও পাস করে নাই। অর্থাৎ কলেজ কিংবা স্কুলে যে রকম লেখাপড়া শিখানো হয় তাহাতে পাসটিও ভাগ্যে জোটে না। কারণ এমন তো বলা যাইবে না যে, ঐ হাতে-গনা ভাল স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরাই শ্রেষ্ঠ এবং অন্যেরা সব খারাপ। অতএব গলদ কোথাও আছে এবং দরকার হইল সেই গলদটিই চিহ্নিত করা।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হইল এস এস সি এবং দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা এইচ এস সি। এইচ এস সি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, এই পরীক্ষার পরই ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ জীবনের রূপরেখা চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হইয়া যায়। কাজেই এখানে হইবে মেধার যাচাই। কিন্তু মেধার এই যাচাই-এ আমরা প্রতিবারই একটু একটু করিয়া অধোগতিই লক্ষ্য করিতেছি। এমনকি দুঃখজনক হইলেও সত্য যে, আমরা প্রতি বছর সেরা ছাত্র-ছাত্রীর যেসব ইন্টারভিউ পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হইতে দেখিতেছি এবং যেসব বক্তব্য পাঠ করিতেছি তাহাতে যেন তেমন চমক পাওয়া যাইতেছে না। দেশের সেরা ছাত্র-ছাত্রীদের বক্তব্যে জ্ঞানের সেই গভীরতাও যেন দিনের পর দিন কমিয়া যাইতেছে। আমরা ইহা বলি না যে, ইহার অর্থ এইসব সেরা ছাত্র-ছাত্রী অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী। বরং এটুকু বলা চলে যে, ক্রমাগত পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে নিমগ্ন থাকা এবং গৃহশিক্ষকের বলয়ে বন্দী থাকার দরুন ইহাদের অনেকেরই মেধা স্ফুরিত হইতে পারিতেছে না। ইহার ফলে 'লিটারেট' হয়তো তৈরী হইতেছে, কিন্তু 'জিনিয়াস' তৈরী হইতেছে না। ক্ষতিটা সেখানেই। এবং এই ক্ষতি দেশের ভবিষ্যতের জন্যও বটে। তাই আমরা চাই স্কুল-কলেজগুলি প্রকৃত অর্থেই শিক্ষার আদর্শ কেন্দ্রে পরিণত হউক, বিদ্যাপীঠ প্রকৃত অর্থেই বিদ্যাপীঠ হউক। গৃহশিক্ষকের বদান্যতায় তারকা অর্জনের প্রতিযোগিতা অবলুপ্ত হউক। পাসের হার অবশ্যই বাড়িতে হইবে; কিন্তু এই পাস যেন যোগ্য এবং যথার্থ পরীক্ষার্থীর জন্য বরাদ্দ হয়, এবারকার পর্যালোচনায় শুধু ইহাই আমাদের প্রত্যাশা।